প্রবাসীর স্ত্রীকে গোপনে বিয়ের অভিযোগ

পরিবারের অভাব ঘুঁচাতে ও ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে কাজের আশায় পাড়ি জমিয়েছিল প্রবাশে। বাড়িতে রেখে গিয়েছিল প্রিয়তমা স্ত্রী ও সন্তানদের। বিদেশে কঠিন পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে স্ত্রী সন্তানদের মুখে হাসি ফোটানের জন্য নিজে খেয়ে না খেয়ে টাকা পাঠিয়েছে দেশে।
কিন্তু প্রিয়তমা স্ত্রী তার পাঠানো টাকা পয়সা গয়নাগাটি নিয়ে আজ অন্যের ঘরে। আর সেই ভুক্তভোগী প্রবাসী দেশে ফিরে প্রতারণার জালে সর্বশান্ত হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচারের আশায়।

ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহ সদরের বৈডাঙ্গা গ্রামে। প্রবাসী কবিরের স্ত্রী তিন সন্তানের জননী একই গ্রামের লম্পট তিন সন্তানের জনক সিরাজুল ইসলাম সিরন (৬০) এর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে।

গোপনে বিয়ে করে গড়ে তোলে দৈহিক সম্পর্ক, বিদেশ থেকে কবিরের পাঠানো টাকা পয়সা স্বর্ণলংকার কৌশলে হাতিয়ে নেয় সিরন। কবির দেশে ফিরেও জানতে পারে না স্ত্রী’র এসব অপকর্ম। পরে গোপন অভিসারে ধরা পড়ে, জানাজানি হয় সিরনের অপকর্মের কথা।

এসময় সিরণ জানায় দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে গোপনে তাদের বিয়ে হয়েছে তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী। কিন্ত শেষ পর্যন্ত কবিরের আর অবশিষ্ট কিছু নেই, সব হারিয়ে এখন পাগল বনে গেছে, মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে বিচারের আশায়।

সরেজমিনে এলাকায় ঘুরে জানা যায়, বৈডাঙ্গা গ্রামের মৃত হাসেম আলীর ছেলে কবির বিদেশে থাকা কালীন একই গ্রামের মৃত নোয়াব আলীর ছেলে লম্পট সিরাজুল ইসলাম সিরন বিভিন্ন ছল চাতুরি করে কবিরের বাড়ীতে যাতায়াত করতো এবং কবিরের স্ত্রী তহুরা খাতুনের সাথে টাকা পয়সা লেনদেন করতে থাকে তারা সম্পর্কে শ্বশুর- বউমা হলেও এভাবে দু জনার মাঝে পরোকিয়ার সম্পর্ক গড়ে উঠে, চলতে থাকে প্রেমের অভিসার লুটে পুটে নেই কবিরের সব পাঠানো টাকা। কবির দেশে ফেরে ২০১৮ সালে, তার সাথেও স্ত্রী স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখে। চলে দুই স্বামীর সাথেই সামনে এবং গোপনে ওঠা বসা।

গত কয়েকদিন আগে ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের দিকে সিরনের সাথে তহুরার পরোকিয়ার সম্পর্ক জানাজানি হলে সিরন তহুরা দম্পতি জানায় ২০১৫ সালে তারা গোপনে বিয়ে করেছে।

অভিযুক্ত সিরন ক্যামেরা দেখে কথা বলতে না চাইলেও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তহুরকে আমি ভাল বাসতাম এ জন্য সমাজের সবাই তাকে নির্যাতন করতো, নানা কথা বলতো তাই আমি তাকে বিবাহ করেছি। অপর অভিযুক্ত তহুরা বেগম বলেন, যা শুনেছেন সবিই সত্যি আমরা দুজন দুজনকে ভালোবেসে বিবাহ করেছি। ওর (কবিরের) কি আছে যে ওর সাথে থাকবো ও আমাকে শুধু কষ্ট দেয়। সুখ দিতে পারে না। অস্ত্র আর সন্ত্রাসীর ভয়ে কিছু বলতে পারিনা।

ভুক্তভোগী কবির বলেন, ২০বছরের সংসারী জীবনে তিনটি কন্যার মা আমার স্ত্রী তহুরা খাতুন। ১৫ বছর বিদেশ খেটে টাকা দিয়েছি ৬বছর আগে অন্যের সাথে বিয়ে করেও আমার ঘরে আছে, আমার অর্থ সম্পদ সব লুটে নিয়ে গেছে, আমি এখন সমাজে বের হতে পারি না। আমার সবকিছু শেষ।
এলাবাসির দাবি লম্পট সিরনের এমন বিচার হোক, যা দেখে আর যেনো কেউ এমন ঘটনা সমাজে না ঘটাতে পারে।

মেহেরপুরে নকল পেঁয়াজের বীজে সয়লাব মাঠ

এম এফ রুপক

মেহেরপুরে সুখসাগর নামের নকল পেঁয়াজের জাতে সয়লাব কয়েকটি ইউনিয়ন মাঠ। নকল জাতের পেঁয়াজ চাষ করে দিশেহারা হয়ে পড়েছে এলাকার কয়েক’শ চাষী। সদর উপজেলার আমদহ ও কুতুবপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক’শ একর জমিতে দেখা দিয়েছে নকল জাত। গাছ বড় হলেও কাক্সিক্ষত কোন ফলন নেই তাতে।

সদর উপজেলার রুদ্রনগর গ্রামের রবজেল নামের এক ব্যবসায়ীর কাছে এই নকল বীজ কিনে প্রতারিত হয়েছেন বলে অভিযোগ চাষীদের। এমতাবস্থায়

নকল পেঁয়াজের চারা তুলে ফেলার পরামর্শ দিয়েছে উপজেলা কৃষি বিভাগ। এতে একদিকে যেমন ক্ষতির মুখে পড়েছে এলাকার চাষীরা অন্যদিকে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ব্যাহত হওয়ার আশংকা করছে জেলা কৃষি বিভাগ।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও নকল সুখসাগর জাতের পেঁয়াজের গাছে তেমন কোন ফলন নেই। অন্য জমিতে ইতোমধ্যে ৪০-৮০ গ্রাম ওজনের পেঁয়াজের ফলন হলেও শিকড় ছাড়া কোন কিছুই নেই নকল জাতে।

সদর উপজেলার কোলা গ্রামের ভুক্তভোগী কৃষক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এক নাগাড়ে কয়েক বছর ধরে পেঁয়াজের আবাদ করছি। ফলনও আশানুরূপ পেয়ে আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছি প্রতি বছর। কিন্তু এই বীজে ফলন কয়েক গুন পাওয়া যাবে- রবজেলের এমন প্রতিশ্রুতিতে বীজ কিনে ৪ বিঘা জমিতে চাষ করে প্রতারিত হলাম। আমার অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে।

রহিদুল নামের একজন কৃষক বলেন, সুখসাগর পেঁয়াজ চাষে অন্যান্য বছর ভালো ফলন হওয়ায় আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছি। এ কারণে চলতি বছর আমি তিন বিঘা জমিতে রবজেলের পরামর্শে তারকাছ থেকে বীজ কিনে বোপণ করি। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো ফলন দেখছিনা।

কোলা গ্রামের পেঁয়াজ চাষী মো: মোস্তফা, আঃ কুদ্দুস, ফরিদুল, হায়দার, মনিরুল, হাবিবুর, ছালাম, সাইদুল, ফারুক, আসাদুল, বজলু, মশিউর, সুজন, মইনদ্দিনসহ অনেকেই বলেন, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ পরের জমি লীজ নিয়ে, বিভিন্ন জায়গায় ধার দেনা করে পেঁয়াজের আবাদ করেছি। এছাড়া সার-বিষ বাকী করে নিয়ে ক্ষেতে ব্যবহার করেছি।

একদিকে নকল বীজ অন্য দিকে ধার-দেনা, জমির লীজ খরচ, আমরা কিভাবে কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

এ বিষয়ে রবজেল জানান, বীজ তো আমি দিয়েছি। গাছ হয়েছে, গুটি তো হবে। গাছ তো বাচ্চা গাছ। কিছুদিন ওদের সাথে সময় নেওয়া হয়েছে। গুটি আসবে কোম্পানির লোকের সাথে আমার কথা হয়েছে। কোন কোম্পানির বীজ জানতে চাইলে তিনি বলেন তাহলে কোম্পানির কাছে জেনে পরে জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাসরিন পারভীন বলেন, কোলা গ্রামে কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা পেঁয়াজের মাঠ পরিদর্শন করে দেখেছি এলাকার কৃষকদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। এই বীজ গুলো

আসল সুখসাগর বীজ নয়, এগুলো বুনো বীজ বললেই চলে। আমরা পেঁয়াজ গাছ তুলে ফেলার পরামর্শ দিয়েছি।

গাংনীতে ইট বহনকারী দ্রতগতির ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা, আহত ২

গাংনীতে দোয়েল ইট ভাটার ইট বহনকারী দ্রতগতির ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে চালকসহ দুইজন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন ধানখোলা গ্ৰামের শাকিরুলের ছেলে বিক্রম (২২) ও সাহারুলের ছেলে মাইদুল ইসলাম (২০)। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন স্থানীয় লোকজন।

মংগলবার বিকেলে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ইকো পার্কের সামনে এঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান,ইট বোঝাই দোয়েল ভাটার একটি ট্রলি ইট নিয়ে নপাড়া আনলোড করে দ্রত গতিতে গাংনীর দিকে যাচ্ছিল। ট্রলি টি ভাটপাড়া ইকো পার্কের সামনে আসলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে চালকসহ দুইজন আহত হন। এসময় ট্রলি টি দুমড়ে মুচড়ে যায়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান বলেছেন, দুর্ঘটনার কথা শুনে ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে “মুজিববর্ষে শত ঘন্টা মুজিবচর্চা” শীর্ষক সাংস্কৃতিক পক্ষের উদ্বোধন

মেহেরপুরে “মুজিববর্ষে শত ঘন্টা মুজিবচর্চা” শীর্ষক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনীভিত্তিক সাংস্কৃতিক পক্ষ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধায় মুজিবনগর অডিটোরিয়ামে এই সাংস্কৃতিক পক্ষ’র উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক পক্ষের উদ্বোধক হিসেবে ভার্চুয়ালী উপস্থিত ছিলেন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি।

ভার্চুয়ালী আরও উপস্থিত ছিলেন মজিবচর্চার মুখ্য উপদেষ্টা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বদরুল আরেফিন, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার (এনডিসি) ইসমাইল হোসেন, মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী।

সাংস্কৃতিক পক্ষের আয়োজনে আগামী ১৫ দিন ব্যাপী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনীভিত্তিক বিভিন্ন নাটক ও প্রামান্য চিত্র মেহেরপুরে প্রদর্শন করা হবে। এছাড়াও আজ মঙ্গলবার মুজিবনগর অডিটোরিয়ামে নাট্যকার মোস্তফা লিপি’র লেখা নাটক “বাঘ” মঞ্চস্থ করা হবে।

মেহেরপুর যুব উন্নয়ন

অধিদপ্তরের জনসচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদকবিরোধী কর্মকাণ্ডে নৈতিকতার অবক্ষয় ও বিপথগামিতা রোধকল্পে যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়েছে মেহেরপুর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর যুব উন্নয়নের হলরুমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফিরোজ আহম্মেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এসময় তিনি বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তরুণ সমাজ। তারা একদিকে যেমন বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে জঙ্গি আক্রমণে তাদের জান-মাল বিপন্ন হচ্ছে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ড, মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

কম্পিউটার প্রশিক্ষক মো: মাসুদ আল আহসান নোবেল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, যুব উন্নয়ন এর ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং এর প্রশিক্ষক খাদেমুল হক, ইলেক্ট্রনিক্স প্রশিক্ষক ছাদেকুজ্জামান, মৎস প্রশিক্ষক বিপ্লব কুমার ঘটক, রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং এর প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম সাগর, ডাটাএন্টি অপারেটর মো: বজলুর রহমানসহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল স্থরের কর্মকর্তা বৃন্দ এবং ৫০-৫৫ জন যুব ও যুব নারী।

কুষ্টিয়ার মিরপুর গলাকাটা

যুবকের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমবাড়ীয়ায় ইউনিয়নের হালসায় ছলেমান হোসেন (২৮) নামের এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে হালসা দরগার মাঠ থেকে এই লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত ছলেমান হালসা গ্রামের ভাদু আলির ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা জানান, মঙ্গলবার সকালে এলাকাবাসী হালসা দরগার মাঠে ছলেমানের গলাাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে মিরপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে কি কারনে কে বা কারা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তা তদন্তের পরেই বিস্তারিত জানা যাবে।

ছলেমান বাবার সাথে কৃষি কাজ করতেন জানিয়ে ওসি আরো বলেন, নিহতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুর, ৩ আসামি রিমান্ডে

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার ঘটনার গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা আনিছ, সবজু ও হৃদয়কে তিন দিন করে পুলিশ রিমান্ডে দিয়েছে আদালত।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কুমারখালী আমলি আদালতে আধা ঘণ্টাব্যাপী শুনানি শেষে বিজ্ঞ বিচারক সেলিনা খাতুন তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এ সময় আসামিপক্ষের আইনজীবীরা পুলিশ রিমান্ডের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে আসামিদের জামীন আবেদন করেন।

তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করার পর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আসামিদের জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।

এর আগে রিমান্ড শুনানির জন্য কুষ্টিয়া কারাগার থেকে বেলা ১১টায় আসামিদের আদালতে আনা হয়। এ ঘটনার পেছনে কোনও জঙ্গি বা রাজনৈতিক গোষ্টীর মদদ ও অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে গেলো শনিবার বিকেলে একই আদালতে হাজির করে আসামিদের প্রত্যেকের সাত দিন করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও কুমারখালী থানার ওসি (তদন্ত) রাকিবুল হাসান।

১৭ ডিসেম্বর দিনগত রাত পৌনে একটার দিকে কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নের কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বাঘা যতীনের ভাস্কর্যে ভাংচুর হয়। ঘটনার পর বিশেষ ক্ষমতা আইনে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন কয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ।

পরদিন চারজন আসামিকে শনাক্ত ও তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাচ্চু নামে অপর আসামি পলাতক রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আনিছুর রহমানকে কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি পদ থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে জেলা যুবলীগ।

রিমান্ড মঞ্জুর হওয়ার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়দেব বিশ্বাস সন্তোষ প্রকাশ করেন। আর আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবু সাঈদ বলেছেন, দায়েরকৃত অভিযোগের সঙ্গে আসামিরা সম্পৃক্ত নয়। এ মামলায় আসামিদের রিমান্ডের প্রয়োজন হয় না।

প্রসঙ্গত, পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান, গ্রেপ্তারের পর আসামিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কয়া মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ কমিটির আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এ পক্ষকে ফাঁসাতে তারা এই ভাস্কর্য ভাংচুর করেছে বলে স্বীকার করেন।

চাঞ্চল্যকর তথ্য, আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ম্যারাডোনা!

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি দিয়াগো ম্যারাডোনা ফুটবল বিশ্বকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। গত ২০ নভেম্বর হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তিনি। কিন্তু ম্যারাডোনার চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ আর মৃত্যু নিয়ে রহস্য চলছেই। এবার তাকে নিয়ে বিস্ফোরক এক তথ্য দিলেন আর্জেন্টাইন গ্রেটের একসময়ের ব্যক্তিগত চিকিৎসক আলফ্রেদো কাহে।

ইনট্রাটেবলস নামের একটি অনুষ্ঠানের আলাপচারিতায় কাহে বলেছেন, ‘তার মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু অ্যালঝেইমারের সমস্যা তেমনটা ছিল না। তাকে যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল, তা ঠিক ছিল না। ডিয়াগো শান্তি চেয়েছিলেন, একটা শান্ত পরিবেশ দরকার ছিল। ওই ওষুধের কারণে তিনি তা পাচ্ছিলেন না।’

মাদকাসক্তির কারণে ম্যারাডোনা যখন জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে, যখন মরণাপন্ন এই ফুটবল গ্রেটকে চিকিৎসা দিতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন আর্জেন্টাইন চিকিৎসকরা, তখন কিউবা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তৎকালীন কিউবান প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর আমন্ত্রণে ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশটিতে পুনর্বাসনে ছিলেন ম্যারাডোনা।

কাহের মনে হয়েছিল, গত ৪ নভেম্বর সাবডুরাল হেমাটোমার অস্ত্রোপচারের পর ম্যারাডোনার উচিত ছিল কিউবায় ফিরে যাওয়া। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক লিওপোলদো লুকুয়েকেও লা হাবানায় নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন সাবেক এই ফিজিশিয়ান।

কিউবায় একদিন ম্যারাডোনা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন দাবি কাহের, “একদিন ডিয়াগো তার গাড়িতে ছিলেন এবং হঠাৎ করে বাসের সামনে গাড়ি নিয়ে নিজেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। তার বেঁচে যাওয়া ছিল মিরাকল। এটা ছিল তার দ্বিতীয় দফায় চিকিৎসার পরের ঘটনা। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি বাস দেখতে পাইনি, হঠাৎ করে কোথায় থেকে যেন সামনে এসে গেলো’।”

সিরিজ ৪-০ হওয়ার সুযোগ দেখছেন পন্টিং

অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ রিকি পন্টিং। তিনি মনে করেন, বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি কাজে লাগাতে চাইবে অস্ট্রেলিয়া। এই পরিস্থিতি থেকে সিরিজ জেতার গন্ধ ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন টিম পেন। পন্টিং নিশ্চিত, এবার ভারতকে ৪-০ হারানোর জন্য ঝাঁপাতে চান তার দেশের ক্রিকেটারেরা।

পন্টিংয়ের ধারণা, অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে ইনিংস শেষ হয়ে যাওয়ায় গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে ভারতের আত্মবিশ্বাসে। এই পরিস্থিতিতে দলকে টেনে তোলার মতো নেই কোনো ক্রিকেটার। কারণ, বিরাট কোহলি দেশে ফিরছেন সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকতে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইটে পন্টিং বলেছেন, ‘প্রথম টেস্টে এভাবে হারের পরে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে ভারতীয় শিবিরে। সিরিজ ৪-০ হওয়ার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। আশা করি, মেলবোর্ন টেস্টেও মীমাংসা হবে। যদি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে যায়, তাহলে শেষ দুটি টেস্টে ভারত আরও বিপদে পড়তে পারে। সেই জায়গা থেকে ভারত ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা জানি না।’

কোহলিকে ছাড়া ভারত কীভাবে এই চাপ সামলায় সেটাও দেখতে চান পন্টিং। তার কথায়, ‘বিরাট ছাড়া ভারতীয় দল কী রকম আচরণ করে সেটাও জানা প্রয়োজন। আমার ধারণা, ভারতের জন্য এই পরীক্ষা সত্যি কঠিন। এই জায়গা থেকে ওদের তুলে ধরার মতো কেউ নেই।’

প্রথম টেস্টে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ভরাডুবির পরে পন্টিং চান, দলে আরও দুটি পরিবর্তন করুন অজিঙ্ক রাহানেরা। পৃথ্বী শয়ের পরিবর্তে পন্টিং চান শুভমন গিলকে। ঋদ্ধিমান সাহার জায়গায় দেখতে চান ঋষভ পন্থকে।

পন্টিংয়ের যুক্তি, ‘কোহলি না থাকায় ভারতীয় ব্যাটিংয়ে গভীরতা প্রয়োজন। মিডল অর্ডারে তাই ঋষভ বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। ওপেনিংয়েও শুভমনের মতো ছন্দে থাকা ব্যাটসম্যানকে খেলানো উচিত।

রান করার ফলে ওরা এখন আত্মবিশ্বাসী। সেটাই কাজে লাগানো উচিত ভারতের।’

তিনি যোগ করেন, ‘ভারতীয় দলের বোঝা উচিত অস্ট্রেলিয়া আর এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়বে না। তাই দলে এমন ক্রিকেটারদের নেওয়া হোক যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের কোনো অভাব নেই।’

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আরও জানিয়েছেন, একবার জয়ের গন্ধ পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারা এবার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাবে। তবে ডেভিড ওয়ার্নার ফিরে এলে অস্ট্রেলিয়াও যে দল বাছাই নিয়ে সঙ্কটে পড়বে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, ওপেনার জো বার্নস ছন্দে ফিরেছেন। ম্যাথু ওয়েড শুরুটা খারাপ করেননি।

পন্টিংয়ের তাই মত, ‘ওয়ার্নার ফিট হলে নিঃসন্দেহে ওকে দলে নেওয়া উচিত। তখন গ্রিন ও ওয়েডের মধ্যে কোনো একজনকে রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পুকভস্কি ফিট হলেও খেলানো হোক বার্নসকে। এত দিন ওর ছন্দে ফেরার অপেক্ষাই করা হচ্ছিল। এই ছোট কয়েকটি সিদ্ধান্ত ঠিকঠাক নিলেই অস্ট্রেলিয়ার কোনো সমস্যা থাকবে না। কিন্তু ভারতের চাপ অনেক বেশি। অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবতে হবে ওদের।’

সূত্র : আনন্দবাজার

পাকিস্তান ঝুঁকছে চীনের দিকে, সৌদি আসছে ভারতে!

সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের। সৌদির কাছ থেকে পাকিস্তান ৩৩০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছিল। সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় সেই ঋণ ফেরত দিচ্ছে পাকিস্তান। সম্প্রতি দ্বিতীয় ধাপে ১০০ কোটি ডলার ফেরত দিয়েছে ইমরান খানের দেশ। এর আগে গত জুলাই মাসে দেশটি প্রথম ধাপে সৌদি আরবকে ১০০ কোটি ডলার ফেরত দেয় পাকিস্তান।

সৌদি আরবকে বাকি অর্থ পরিশোধ করার জন্য চীনের সহযোগিতা চেয়েছে ইসলামাবাদ। চীন থেকে বাণিজ্যিক ঋণ নিতে চায় পাকিস্তান। চীন যদি পাকিস্তানকে এ ধরনের ঋণ দেয় তাহলে সেই অর্থ দিয়ে সৌদি আরবের বাকি ঋণ পরিশোধ করবে ইসলামাবাদ। আগামী মাসের মধ্যে পাকিস্তানকে সৌদি আরবের এ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন হচ্ছে পাকিস্তানের অর্থ সহায়তাকারী সবচেয়ে বড় মিত্র দেশ।

এদিকে, ভারতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে সৌদি আরব। সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. সৌদ বিন মোহাম্মদ আল সাতী এক সাক্ষাৎকারে পিটিআইকে বলেছেন, কিছু খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বড় ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে দুই দেশ আলোচনা করছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ঘোষণা করেছিলেন, সৌদি আরব ভারতে পেট্রোকেমিক্যালস, পরিশোধন, অবকাঠামো, খনন ও উৎপাদন, কৃষি ছাড়াও অন্যান্য খাতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করবে।

সৌদি আরব ভারতকে কৌশলগত অংশীদার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মূল্যায়ন করে বলে উল্লেখ করেন আল সাতী। তিনি অংশীদারত্বের ক্ষেত্র হিসেবে প্রশিক্ষণ, জ্ঞান এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে চলমান সহযোগিতাকে চিহ্নিত করেন।

করোনা মহামারীতে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করতে ভারতের উদ্যোগের প্রশংসা করেন আল সাতী। তিনি বলেন, উভয় দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এই অঞ্চলের অন্যান্য অর্থনীতিকেও উন্নত করতে সহায়তা করবে।

বহু বছর ধরে সৌদি আরবের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা মূলত তেলের কারণে, কারণ ভারত যে ক্রুড বা অপরিশোধিত তেল আমদানি করে থাকে তার প্রায় ২০ শতাংশই আসে সৌদি আরব থেকে।

সেদেশে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা চল্লিশ লাখেরও বেশি, তারা প্রতি বছর দেশে রেমিট্যান্স পাঠান ১১শ’ কোটি ডলারেরও বেশি।

ভারত মনে করে, সাম্প্রতিককালে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটা গুণগত উত্তরণ ঘটেছে।

যে কারণে সৌদি-পাকিস্তান সম্পর্কে অবনতি

সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের ঐতিহাসিকভাবে দীর্ঘদিনের সামরিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল এবং রিয়াদ কখনও পাকিস্তানকে ঋণের অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেনি। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম দিকে সৌদি আরব তার নীতি পরিবর্তন করে এবং ঋণের ৩৩০ কোটি ডলার ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর দিল্লির নীপিড়নের বিরুদ্ধে সৌদি আরব নিন্দা না করায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কোরেশি রিয়াদের সমালোচনা করেছিলেন। এরপরই সৌদি আরব পাকিস্তানের প্রতি রুষ্ট হয়। পরিস্থিতি শান্ত করতে পাকিস্তান তার সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়াকে সৌদি সফরে পাঠায় কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।